তারিখ: ১৮ মার্চ ২০১৪

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

১৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

ভূমিকা এবং পর্যবেক্ষণের পরিধি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। এই গ্রুপটি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে। ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট (core mandate) অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সকল পর্যায় পর্যবেক্ষণ করছে।

১৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইডব্লিউজি ৮১টি উপজেলার সবগুলোতে ২,৩৩৬টি কেন্দ্রে মোট ২,৩৩৬ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র বাছাই করে ঐসব কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন ভোটগ্রহণ কার্যক্রম দক্ষ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও বহুসংখ্যক কেন্দ্রে ব্যাপক সহিংসতা, ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য সহিংসতার কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা (integrity) অনেকাংশেই ক্ষুন্ন হয়। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটপ্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৬৪.৬%।

ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৯% ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৯৫% ভোটকেন্দ্র সকাল ৮:০০ টার মধ্যে ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষিত সকল কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় সকল ভোটকেন্দ্রেই (৯৯%) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং ৯৯% ভোটকেন্দ্রে বাক্সগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security seal) লাগানো হয়েছিল। ভোট গ্রহণ শুরুর সময়ে ৫৬% ভোটকেন্দ্রে ১-২০ জন এবং ৩৩% ভোটকেন্দ্রে ২০ জনের বেশি ভোটারের লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভোট গ্রহণ কার্যক্রম এবং সহিংসতা

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৯৭% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রের ৬৫% প্রিজাইডিং কর্মকর্তা মনে করেন যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ভালো ছিল, অন্যদিকে ২৮% কর্মকর্তা মনে করেন প্রশিক্ষণ যথেষ্ঠ ভালো ছিল। একজন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট দিতে না পারে সেজন্য ৮৫% ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে উচ্চমান সম্পন্ন অমোছনীয় কালি ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

কিছু সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের কক্ষগুলো অপর্যাপ্ত এবং যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়নি; ৩% ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ভোট প্রদানে গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে দেখা গেছে এবং ৭% ভোটকেন্দ্রের কক্ষগুলো পর্যাপ্ত জায়গা নিয়ে তৈরী করা হয়নি। ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকগণ ২৭০টি ভোটকেন্দ্রে (পর্যবেক্ষিত ১২% ভোটকেন্দ্র) ব্যাপক সংখ্যক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যেখানে প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকার কারণে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মাত্র ৬৬% নারী ভোটকেন্দ্রে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ের এ নির্বাচনে সারাদিন ব্যাপী নির্বাচনী সহিংসতা এবং ভোট কার্যক্রমে অনিয়ম ছিল উল্লেখ করার মত; নিচের সারণীতে এসব সহিংসতা এবং অনিয়মের বর্ণনা দেওয়া হল:

সহিংসতা এবং অনিয়ম	ঘটনার সংখ্যা	**যে কয়টি উপজেলায়** ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে
ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সহিংস ঘটনা	২৫৮	৫৪
ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন	১৪৩	৩৮
আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণা	৮৭	৩৪
ভোটারকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান	১৪	১০
ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা	৯০	২৫
বন্ধ ভোটকেন্দ্রের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা	৭৮	২৫
পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া	৭৭	২২
ভোটকেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা	৪০	২৫
ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়া	৮	৭
ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে গণনা প্রক্রিয়া দেখতে না দেয়া	৯০	৪৯

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা ও ভোট গণনা

ভোট গ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করার সময়ে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা গেছে; পর্যবেক্ষিত প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে এই সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। বেশিরভাগ কেন্দ্রে উপস্থিত এসব ভোটারদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হলেও মাত্র ৪% কেন্দ্রে যথাসময়ে উপস্থিত ভোটারদেরকে ভোট দিতে না দিয়ে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় - যা নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী। যদিও বেশীরভাগ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তারা পেশাদারিত্বের সাথে অনেকটাই শান্ত পরিবেশে ভোট গণনা সম্পন্ন করেন, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম লক্ষ করা গেছে।

লাঙ্গলকোট উপজেলার একটি কেন্দ্রের ব্যালট পেপার পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কেন্দ্রে এনে একসঙ্গে গণনা করা হয়; অন্যদিকে দাঁগনভুইয়ার একটি কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের আগে ৩:৩০ মিনিটে ভোট গণনা শুরু করা হয়। গৌরিপুরের একটি ভোটকেন্দ্রে গণনার সময় সংক্ষুব্ধ জনতা ব্যালট পেপার জোর করে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ৯% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণকে গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে দেখা গেছে। গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসারগণ ১৩% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দেয়নি। ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রসমূহে বাতিলকৃত ভোটের যে সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে তা ৫% এবং নিয়ম অনুযায়ী এগুলো গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়।

পর্যবেক্ষণে বাধা বিপত্তি

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দাঁগনভুইয়া উপজেলায় ইডব্লিউজি'র একজন পর্যবেক্ষককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে মারধর করা হয় এবং সে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে না এই শর্তে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়। কোনো কোনো উপজেলায় পর্যবেক্ষক কার্ড প্রদানে রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ স্থানীয়ভাবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের উদ্যোগ নেয় যা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিধিমালায় উল্লেখ নেই। ইডব্লিউজি'র আটজন পর্যবেক্ষককে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেননি; এছাড়া ৯০ জন পর্যবেক্ষককে গননার সময় গণনাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

মো. আব্দুল আলীম
পরিচালক

(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)